R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১৩ই জুলাই, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

চিকিৎসার নামে শিশুহত্যা, একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ জুলাই– জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালটি জেলার আর পাঁচটি হাসপাতালের মতই অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে। যত রকম দুর্নীতি অনুসরণ করা সম্ভব, এখানে সবই চলে। সন্ধ্যার পরই হাসপাতালের নারসিং হোষ্টেলটি মধুচক্রে পরিণত হয়। হাসপাতালের ওয়ারড মাষ্টারকে সব সময় হাসপাতালে পাওয়া যায় না, জনসাধারণের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা রূপায়ণের অজুহাতে ভূয়া কেস দেখিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার এবং সহকর্মীরা হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিগত জরুরী অবস্থার ১৯ মাস ছিল রোজগারের উপযুক্ত সময়। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের খাবার দেওয়া হয় ভাগের তুলনায় অত্যন্ত কম, ঠিকাদারের সঙ্গে ডাক্তারদের খাদ্য সরবরাহ নিয়ে নাকি রয়েছে অবৈধ লেনদেন। ঘুষ না দিলে রোগীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়, কখনও কখনও শয্যা থেকে নামিয়েও দেওয়া হয়। আউটডোর এবং ইনডোরের ওয়ারডগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না, যার ফলে দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়ে। রোগীদের দুধ সরবরাহের জন্য কয়েকটি গরু পোষা হয়েছে কিন্তু সেই দুধ সিংহভাগই নাকি বিশেষ কয়েকজন ডাক্তারের ঘরে চলে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাগীরথীর অন্তর্ঘাতী স্রোতে জঙ্গিপুর শহরের বিপদ আসন্ন : সাবধান

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৩ জুলাই—ফরাক্কার কল্যাণে বার মাস স্রোতোবহা ভাগীরথী এবার জঙ্গিপুর শহরকে গ্রাসের জন্য হাত বাড়িয়েছে। সম্প্রতি সেচ বিভাগ থেকে জঙ্গিপুর পুরসভাকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে কলেজ ঘাট পর্যন্ত এলাকায় বাঁধানো পাথর সরে যাচ্ছে। শহরে মাটির নীচ দিয়ে ভাগীরথীর অন্তর্ঘাতী স্রোত বইছে যার ফলে সমূহ বিপদ হতে পারে। সেচ বিভাগ থেকে সতর্কবাণী পেয়ে জঙ্গিপুর পুরসভা ঢোল সহরৎ মারফৎ পুরবাসীদের সাবধান করে দিয়েছেন এবং সদরঘাটে জঙ্গিপুর শহরের দিকে সিঁড়ির ডানদিকে ডিঙি নৌকো বাঁধতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

ভাঙনের আশঙ্কার কথা জানিয়ে জেলা সেচ বিভাগ এক চিঠিতে জঙ্গিপুর পুরসভাকে লিখেছেন, এই পরিস্থিতিতে তাঁদের কিছুই করণীয় নাই।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রবল বর্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৩ জুলাই—গত মাসের শেষ দুই সপ্তাহে একটানা প্রবল বর্ষণের ফলে জঙ্গিপুর মহকুমার সামসেরগঞ্জ, সুতী এক ও দুই এবং সাগরদীঘি ব্লকে ব্যাপক এবং রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ টাকা। আজ এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত জানান, এবার জুন মাসে মহকুমায় বৃষ্টি হয়েছে ৪০৫·১ মিলিমিটার। এই বৃষ্টির ফলে মহকুমার উল্লিখিত ব্লকগুলিতে ১১,৫৩৫·৫ একর জমির ১০,৮০,৯০০ টাকার ফসল (পাট, আউস ও আমন) নষ্ট হয়েছে, ৫৭টি বাড়ি ধসে পড়েছে যার আর্থিক মূল্য ৩৩,৫০০ টাকা, সাধারণের প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০,০০০ টাকা মূল্যের এবং ৩৩,৯০০ জন লোক দুর্দশায় পড়েছেন। মহকুমা শাসক আরো জানান,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১২ জুলাই—গতকাল গভীর রাত্রে এই থানার বাহালনগরের কাছে মোরগ্রাম ষ্টেশন সড়কে বোমা তৈরী করার সময় বিস্ফোরণের ফলে দু'জন ডাকাতের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে। আজ তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তারাপদ চ্যাটারজি জানান, নিহত দু'জনের মধ্যে একজনের নাম খোকা মিয়া, পেশায় কুখ্যাত ডাকাত, নিবাস রঘুনাথগঞ্জ থানার সুজাপুর গ্রাম। ১৯৭২ সালে ডাকাতি মামলায় তার সাজা হয় এবং কিছুদিন আগে সে ছাড়া পায়। নিহত অপর জনের নাম চারু ঘোষ, বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার গোপালনগর গ্রাম। এরও পেশা ডাকাতি। ডাকাতির অভিযোগে কয়েক বছর মিসা খেটে কিছুদিন আগে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

জলকর বিদ্রোহ

ধুলিয়ান, ১৩ জুলাই—গঙ্গাপথে ইসলামপুর জলকর থেকে সম্প্রতি এক বিদ্রোহের খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ৪২ মাইল দীর্ঘ এই জলকর বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কাঞ্চনতলার জমিদারদের। জমিদাররা আবার সাব-লীজ দেন হাজী বুদ্ধ মহলদার নামে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে। জলকর আদায়ের শর্ত ছিল, ৫০ শতাংশ মাছ তিনি জেলেদের কাছ থেকে আদায় করবেন। পূর্বশর্ত অনুযায়ী মহলদার প্রতিদিন ওই পরিমাণ মাছ আদায় করতেন জেলেদের কাছ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষক ধর্ম্মঘট

সাগরদীঘি, ১৩ জুলাই—কৃষিক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত মজুরি ও কার্য পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবিতে ১০ জুলাই এই থানার তেলাঙ্গল গ্রামে এক কিষাণ মিছিল বের হয়। মিছিল পরিচালক সি পি এম-এর হরিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পদ্ধতিগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে গ্রামের প্রায় ৬০ জন কৃষক অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্ম্মঘট শুরু করেছেন। বোখারা থেকে সংবাদদাতা জানিয়েছেন, আজ পর্যন্ত মালিকপক্ষের সঙ্গে তাঁদের কোন রকম আপোষ মীমাংসা হয়নি। উপরন্তু কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা ধর্ম্মঘটী কৃষকদের নানা রকম ভীতি প্রদর্শন করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক· মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া·৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

কীর্তিনাশা কারবাইড

অভূততদ্ভাব বুঝাইতে 'চ্বি' প্রত্যয়ের যোগ একটি বিধান আছে। যে যাহা ছিল না, তাহা হইয়াছে—ইহাই অভূততদ্ভাব। 'মন্দীভূত' শব্দটি মন্দ+চ্বি+ভূ+ক্ত—এইভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই হিসাবে 'পক্কীভূত' শব্দটিকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করা যায়। কেন এবং কোন্ অবস্থায় তাহা করা যায়, বলিতেছি।

দেবপ্রিয় ফল, দেবতা ফলপ্রিয়। এই কারণে ঈশ্বর তাঁহার প্রথম সৃষ্ট মানবের জন্য যে স্বর্গোদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষ রাখিয়াছিলেন এই আশায় যে, তত্রত্য ফলাদি কোনরূপ ভেজালযুক্ত হইবে না এবং তাহার দ্বারা তাঁহার মানব-সন্তানের স্বাস্থ্যহানির কোন কারণ থাকিবে না। আদি-মানবকৃত অপরাধের জন্য ঈশ্বরের অভিশাপে মানুষের ভাগ্যে যত কিছু দুর্ভোগ ভুগিবার কথা ছিল, তাহাতে পক্কফল সম্বন্ধে ঈশ্বর কিছু বলেন নাই। কেন না বিকৃত ফলাদির ভক্ষণে তাঁহার পুত্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারিত। কিন্তু এখন 'পক্কীভূত' ফল ছাড়া পাইবার উপায় নাই। বেশীর ভাগ ফলই অপক্কঃ (কারবাইড বাষ্পেণ) পক্কঃ ভূতঃ—পক্ক+চ্বি+ভূ+ক্ত। কারবাইড বাষ্পই সেই 'চ্বি' প্রত্যয়ের ভূমিকা লইয়াছে।

গতির যুগে মানুষের ব্যস্ততার শেষ নাই; ফলদেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোষ বিভাজনাদি ও নানারূপ রাসায়নিক রসবিক্রিয়ার মাধ্যমে ফলের স্বাভাবিক পক্কতা প্রাপ্তিতে যতটুকু সময় দরকার, তাহা তাহারা দিতে নারাজ। সেখানে বেশ খানিকটা সময় বাঁচাইয়া 'টু-পাইসের' অন্য ধান্দা তাহারা করে। তাই সুদর্শন অথচ সুস্বাদবিযুক্ত পক্কীভূত ফলের অসাময়িক আয়োজন। আর তাহা ভোক্তাদের রসনা তৃপ্তিতে অক্ষম।

বিশেষতঃ আম ও কলার ক্ষেত্রে আজকাল বহু অভিযোগ। ঐতিহ্যমান্ চন্দননগরী কদলী কারবাইড বাষ্পাহত হইয়া অসময়োচিত পক্ক। বর্ণকৌলীন্য অথচ স্বাদের অস্যাজতা লইয়া তাহারা দিগ্‌বিদিকে ধাবমান। সহাবস্থানের নীতি মানিতে হইয়াছে মালদহী ও মুর্শিদাবদী অম্রকুলকেও যাহারা একদা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় ছিল। যাহাদের তুলার আস্তরণে পরিচর্যা করা হইত, আজ তাহারা মৃত্তিকায় আহত হয়। স্বাদের বালাই নাই; বর্ণসুষমায় পক্কতা থাকিলেই হইল। কীর্তিনাশা কারবাইড রাতা-রাতি পক্কতার ছাড়পত্র দিতেছে। মুর্শিদাবাদী আমের অতীত গৌরব আজ কাহিনীমাত্র। জঙ্গিপুরের ল্যাংড়া, বাতাসা, ক্ষীরসাপাতি, গোপালভোগ ইত্যাদি আমের পক্কাবস্থা জমিদারী হারাইয়া ঠাটবাট বজায় রাখার ব্যর্থ প্রয়াসী জমিদারের মত।

এতক্ষণ রসনার আফশোষের আক্ষেপ করা হইল। আশঙ্কার দিক এই যে, কারবাইড ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে পাকা ফল নাকি শরীরের অনেক রোগ জন্মাইতে পারে বলিয়া সংবাদ। অতএব পাকা ফলের স্বাদ এবং পুষ্টির সাধ—দুই-ই বিঘ্নিত হইতেছে। এই কারণে মাননীয় রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় জনস্বাস্থ্য যাহাতে বিপন্ন না হয়, তাহার জন্য কৃত্রিম পন্থায় ফল পাকান বন্ধ করিয়া দিবার কথা ভাবিতেছেন। ইহা ফলবতী হইলে তাবৎ ফলভুক্‌রা স্বস্তি লাভ করিবেন।

হোমগারডদের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা হোমগারড বাহিনীর স্বেচ্ছা-সেবকরা পুলিশ সুপার এবং মহকুমা কারা আরক্ষাধ্যক্ষ সমীপে ৬ দফা দাবি দাওয়া পেশ করেছেন। দাবিপত্রে তাঁরা বলেছেন, গত এক বছর ধরে নিয়মিত প্যারেড হয় না, হোমগারডের উর্ধ্বতন কোন অফিসার নিয়মিত কুচকাওয়াজ পরিদর্শনে আসেন না। নিয়মিত রোল কল হয় না; ফলে অনেকেই উপস্থিত থেকেও কাগজে-কলমে অনুপস্থিত থেকে যান এবং পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হন। পারিশ্রমিকের টাকা নিয়মিত আসে না এবং বর্তমান এস ডি এইচ সি বিলে নিয়মিত সই পর্যন্ত করেন না। ডিউটি বণ্টনের ব্যাপারেও পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়, সিনিয়র হোম-গারডকে বাদ দিয়ে জুনিয়র হোম-গারডকে কোন কোন ক্ষেত্রে ডিউটি দেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সবশেষে তাঁরা তাঁদের দাবি-দাওয়াগুলি পূরণে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।

হাসপাতালে চিকিৎসার নামে শিশুহত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়। বহু অভিযোগ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, কোন প্রতিকার হয়নি। এস ডি এম ও ডাঃ ধনঞ্জয় সাহাকে ছ' মাস আগে বদলি করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যাননি, রাজনৈতিক দাদাদের ধরে বদলির আদেশ স্থগিত রাখা হয়েছে।

হাসপাতালে সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে গত ১০ জুলাই। খবরে প্রকাশ ওই দিন সকালে জঙ্গিপুরের গোপালচন্দ্র দাস তাঁর দেড় বছরের ছেলে মনোজকে নিয়ে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। শিশুটির ডিপথিরিয়া হয়েছিল। ভর্তি করে নিয়ে অক্সিজেন দিয়ে তাকে রাখা হয়েছিল টি বি ওয়ারডের নোঙরা পরিবেশে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বহরমপুর নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এস ডি এম ও ডাঃ সাহা রোগীর লোকজনদের জানান, এ্যামবুলেনস্ এখানে নাই—বহরমপুরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কয়েক ঘণ্টা পর প্রাইভেট গাড়ি যোগাড় করে নিয়ে এসে তাঁরা যখন রোগীকে বহরমপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্সিজেন সিলিনডার চান তখন তাঁদের বলা হয়, এ্যামবুলেনস্ ছাড়া অক্সিজেন সিলিনডার দেওয়া হয় না। তখন এ্যামবুলেনস্ চালক বলেন, এ্যামবুলেনস্ সকাল থেকেই 'ও কে' পোজিসনে এখানেই আছে, তেল নাই। তাঁরা তেলের জন্য ফোন করতে চাইলে বলা হয় এস ডি এম ও-র অনুমতি ছাড়া ফোন করতে দেওয়া হবে না। গোপালচন্দ্র দাস, তপন দাস এবং রামচন্দ্র মুন্দ্রা জানান, সেই সময় এস ডি এম ও ডাঃ সাহাকে পাওয়া যায়নি। কারণ ডাঃ সাহা তখন প্রাইভেট রোগী দেখার জন্য জঙ্গিপুর গিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য ডাঃ সাহা নন্ প্র্যাকটিসিং এ্যালাউনস্ পান, প্রাইভেট রোগী তিনি দেখতে পারেন না। মনোজের বাবা গোপালবাবু জানান, সকালে মনোজকে ভর্তি করতে গিয়ে তিনি হাসপাতালে কর্তব্যরত কাউকে দেখতে পাননি; নিজে কলবুক নিয়ে গিয়ে বাসা থেকে ডাঃ সাহাকে ডেকে আনেন। তিনি আরো জানান, শেষ পর্যন্ত তেল অথবা এ্যামবুলেনস্ কোনটারই দরকার হয়নি। কারণ সকাল থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের টালবাহানা এবং কালক্ষেপে তাঁর ছেলে মনোজের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে এবং সাড়ে এগারটা নাগাদ সে মারা যায়। মনোজের মৃত্যু হাসপাতালের চিকিৎসার নামে শিশুহত্যার সামিল। এই ঘটনার তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি হওয়া দরকার। দরকার তদন্ত সাপেক্ষে অন্যান্য দুর্নীতির অবসান।

এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে সম্প্রতি আরো একটি অভিযোগ সংযুক্ত হয়েছে। জানা গেছে, পুলিশ কেসের ইনজুরি রিপোরট-এর কপি নাকি গোপন পথে পাচার করা হয়। হাসপাতালে সারজেন রাখা হয়েছে অথচ সারজারি কেসে ছুটতে হয় বহরমপুর। এক্ষেত্রে সারজেন ডাঃ অমল মুখারজির বক্তব্য: এনাসথিটিস, যন্ত্রপাতি, প্রোটেবল্ একস্ রে মেসিন, মেজর অপারেশনের জন্য অপরিহার্য সাকার মেসিনের অভাব এবং নোঙরা পরিবেশ অপারেশনের প্রধান অন্তরায়। সেজন্য কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে বেশীর ভাগ কেস বহরমপুর পাঠানো হয়। তাঁর মতে, হাসপাতালকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে প্রাচীর দিয়ে বাউণ্ডারী ঘিরতে হবে এবং পারটি কনট্রোল করতে হবে। কেন না রোগীর লোকজনই হাসপাতালের পরিবেশ বেশী করে দূষিত করেন, রোগীর বিছানা নোঙরা করেন। এস ডি এম ও ডাঃ সাহা ইতিপূর্বে প্রাচীর তৈরী এবং গেটে দারোয়ান নিয়োগের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন জানিয়েছেন, এখনও কোন রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। অথচ এগুলো হলে হাসপাতালও পরিষ্কার থাকবে, নিরাপত্তাও বজায় থাকবে।

পুরসভায় ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ জুলাই—সম্প্রতি সি পি আই (এম) এর জঙ্গিপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর পুরসভার ১০নং ওয়ার্ড (ধনপতনগর-রাধানগর) এর রাস্তা সংস্কার, শহরের সঙ্গে যোগাযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, রাস্তায় স্থায়ী আলোর ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা'র আয়োজন করার দাবিতে একটি প্রতিনিধি দল পুরপতি ও অন্যান্য পুর কমিশনারগণের কাছে দাবিপত্র পেশ করেছেন। পুরপতি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং যোগাযোগকারী রাস্তা ছাড়া অন্যান্য দাবিগুলি আশু মীমাংসার আশ্বাস দেন বলে জানা গেছে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন তাপস রায় ও মহাদেব মণ্ডল।

সুমেরার স্বামী নিখোঁজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ই জুলাই—'গ্রেপ্তারের পর চর জোতাবিশ্বনাথপুর গ্রামের মেশের সেখের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না'—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের এস আই বিমল সাহা সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি জঙ্গিপুর আদালতে এক আবেদন করেছেন মেশেরের স্ত্রী সুমেরা বিবি। মহকুমা বিচারক জামসেদ আলি খান ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করে এস ডি পি ও-কে ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোরট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশী তদন্তে নাকি প্রকাশ পেয়েছে যে নিখোঁজ মেশের নাকি বাঙলাদেশ পালিয়েছে।

সম্পাদকের মাতৃবিয়োগ

থাগড়া থেকে প্রকাশিত সহযোগী সাপ্তাহিক 'জনমত' পত্রিকা সম্পাদক রাধারঞ্জন গুপ্তের মা সুলতিকা দেবী গত ৩ জুলাই পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

আপনারা জানেন কি ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : আপনারা কেউ জানেন কি, রঘুনাথগঞ্জ থানায় এজাহার দিতে এলে এক দিস্তা সাদা কাগজ এবং পাঁচটি কারবন পুলিশকে দিতে হয় ? আপনারা জানেন কি, কাগজ আর কারবন না দিলে ডায়রী লেখা হয় না। এবং আপনারা জানেন কি, এই কাগজ আর কারবন চাওয়ার কারণ জানতে চাইলে নাকি জবাব পাওয়া যায়, 'বিভিন্ন থানায় পাঠাতে হয়।' ফরিয়াদীদের বক্তব্য, এই অ-নিয়ম বন্ধ হওয়া দরকার।

মারে দৈত্য রাখে কে ?

সাগরদীঘি, ৮ই জুলাই—গত মঙ্গলবার বিকেলে চাষের কাজ শেষ করে একজন চাষী মনিগ্রামের দিক থেকে রেল লাইনের ধার বরাবর মহিপালের দিকে বলদজোড়া নিয়ে বাড়ি ফিরছিল, তখন পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট দেরী ছিল। ইতিমধ্যে কাটোয়া বারহারোয়া ডাউন ট্রেনটি আসতে থাকে। ট্রেনের শব্দে একটি বলদ লাইন থেকে অনেক দূরে চলে যায়, অন্যটি রেল লাইনের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করে। চাষী তার বলদ বাঁচাবার জন্য লাইনের পাশ দিয়ে ছুটতে থাকলে ট্রেনের বাতাস তাকে লাইনের দিকে টেনে নেয় এবং ট্রেনের ইঞ্জিনে মাথাটি গুঁড়িয়ে গিয়ে চাষীর মৃত্যু ঘটে।

চুরি করে পালাতে গিয়ে

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ জুলাই—এই থানার লবণচোয়া গ্রামের রজনী সংঘ আঞ্চলিক পাঠাগারে গত মঙ্গলবার রাত্রে এক চোর একটি লোহার কড়াই চুড়ি করে পালাবার সময় তাড়া খেয়ে সিঁড়িতে পড়ে যায় এবং চুরি করা কড়াইটি তার পায়ে পড়ে গেলে দারুণভাবে চোট খায়। তাকে ধরে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। পরে দেখা যায় যে, সংঘের আরো কিছু জিনিসপত্র খোয়া গিয়েছে।

মাসলম্যান প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ জুলাই—আজ নেহরু যুব কেন্দ্রের পরিচালনায় বহরমপুরে বিমল সিং কালচারাল হলে অনুষ্ঠিত মাসল্‌ম্যান জুনিয়র মুর্শিদাবাদ শ্রী এবং আসন প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের সভ্য নিতাই দাস চতুর্থ স্থান এবং মুর্শিদাবাদশ্রী (জুনিয়র) প্রতিযোগিতায় এই ক্লাবের সভ্য রবিউল হক গ্রুপ বি-তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

বিনা পাসপোর্টে আনাগোনা

ধুলিয়ান, ৫ জুলাই গোয়েন্দা পুলিশ সম্প্রতি এন্তাজুর রহমান নামে বাঙলাদেশের রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার পারচোকা গ্রামের একজনকে ধুলিয়ান ফেরীঘাট থেকে গ্রেপ্তার করে সামসেরগঞ্জ পুলিশে সমর্পন করেন। খবরে জানা যায়, বিনা পাসপোরটে বাঙলাদেশ থেকে বহু লোক এসে ধুলিয়ান তথা জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বে-আইনী কার্যকলাপ ও অবাধ চোরাকারবার চালায়।

প্রধান শিক্ষক আক্রান্ত

বিলম্বে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার ভোলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ তামিজুদ্দিন হাজিপুর থেকে সাইকেলে স্কুল যাবার পথে কয়েকজন দুর্বৃত্তের হাতে আক্রান্ত হন। গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, দুর্বৃত্তেরা লাঠি, হেঁসো, ছোড়া প্রভৃতি নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায় এবং ৫০০ টাকা ও একটি হাতঘড়ি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

কিছুদিন আগে ধুলিয়ান-পাকুড় রোডের ঘোড়ামারার কাছে অনুরূপ একটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক আহত হন এবং তাঁদের সাইকেল ও হাতঘড়ি ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

১৫/৭৭ স্বত্ব

বাদী—গোপালচন্দ্র রায়

বনাম

বিবাদী—মাঠথাগড়া গ্রামবাসিগণ পক্ষে ও স্বয়ং সাধনকুমার মণ্ডল দিং

এতদ্দ্বারা সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত মাঠথাগড়া গ্রাম নিবাসী জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে নিম্ন তপশীল লিখিত জমি খরিদা স্বত্ব দাবী করিয়া উপরোক্ত বাদী অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত জমিতে মাঠথাগড়া অধিবাসিবৃন্দের কাহারও কিছু করার থাকিলে ধার্য্য দিন ১৭।৮।৭৭ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা জনসাধারণের বিরুদ্ধে একতরফা মতে ডিক্রী হইয়া যাইবে

তপশীল

১। জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সাগরদীঘি মৌজা মাঠথাগড়া মধ্যে খতিয়ান নং ৮৬০

৩২৫ দাগে ২০
১১১১ দাগে ১৮
৩৮ শঃ মধ্যে ১৯ শঃ

ঐ জেলা ঐ মৌজা মধ্যে
৭৭৯নং খতিয়ান দাগ ১৫৫৮ ৩৪ শঃ
৫৩ শঃ

২। উক্ত ঠিকানাদি মধ্যে
খতিয়ান নং ৮৬০
৩২৫ দাগে ২০ শঃ
১১১১ দাগে ১৮
৩৮ শঃ মধ্যে ১৯ শঃ

উক্ত ঠিকানাদি মধ্যে
খতিয়ান ৭৭৯ দাগ ১৫৫৮ ৩৪ শঃ
৫৩ শঃ
১'০৬ শঃ।

By Order of the Court,
Sd/- K K. Kar, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur

শিক্ষক আবশ্যক

লিভ ভ্যাকেনসিতে একজন শিক্ষক (বি এ) প্রয়োজন। প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক
মাদ্রাসা হুসেনিয়া জুঃ হাই
নাচনা
পোঃ রমনা সেখদীঘি
মুর্শিদাবাদ।

সরকারী অর্থের অপচয়

জঙ্গিপুর, ১০ জুলাই—কয়েক বছর আগে রঘুনাথগঞ্জ থানার রামপুরা-তেঘরি অঞ্চল থেকে চুরি যাওয়া একটি বৈদ্যুতিক ট্রানস্‌ফরমার (এন ০০০১৪) পদ্মার চর থেকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে রাখা হয়। এখনও সেটি ফাঁড়িতে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। চরম বৈদ্যুতিক সংকটের সময় ট্রানস্‌ফরমারের অভাবে অনেক জায়গায় যখন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে, তখন ১৯৭২ সালে নির্মিত এই ট্রানস্‌ফরমারটি ভালো অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সদ্ব্যবহার না করে পুলিশের ভিজে গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদি শুকানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কেন—এই প্রশ্ন স্থানীয় জনসাধারণের।

মহকুমার কৃতি সন্তান

রঘুনাথগঞ্জ থানার বৈদরা গ্রামের কমলাপতি চক্রবর্তীর পুত্র ডঃ বীরেশ্বর চক্রবর্তী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ন্যাশনাল ইনস্‌টিটিউট অব হেল্‌থ থেকে পাঁচ বছরের জন্য রিসারচ ক্যারিয়ার এ্যাওয়ারড পেয়েছেন। এটা ওদেশের একটি সম্মানজনক পুরস্কার। ডঃ চক্রবর্ত্তী বোষ্টন রেটিনা রিসারচ ফাউনডেশনের ষ্টাফ সাইনটিষ্ট এবং সম্প্রতি তাঁকে হাভার্ড ইউনিভারসিটির টিচিং ফ্যাকালটিতে নিয়োগ করা হয়েছে। —প্রাপ্ত

জাতীয় বৃত্তি লাভ—জঙ্গিপুর ১৩ জুলাই—১৯৭৬ সালের প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে লেটার পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ায় জঙ্গিপুরের নির্মাল্য মুখারজি জাতীয় বৃত্তি লাভ করেছেন।

Wanted one trd. B. Sc. (Bio.) teacher. Within 7 days apply to The Secretary, Amuha Kadamtala High School, P.O. Kadamtala, Via Nimtita, Dist. Murshidabad.

বিজ্ঞপ্তি

পয়লা জুন থেকে আমার দোকানে বাড়িওয়ালা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ক্রেতাসাধারণের যে অসুবিধা হচ্ছে তার জন্য আমি দুঃখিত।

৫।৭।৭৭

শ্রীমুনালাল ভকত
খেলাঘর, রঘুনাথগঞ্জ।

পুরসভার ওয়ারড পুনর্গঠনের সুপারিশ

ধুলিয়ান, ১২ জুলাই—পুর মন্ত্রী প্রশান্ত শূর কর্তৃক আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ পুরসভাগুলির নির্বাচন ঘোষণায় জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান পুরসভা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

ধুলিয়ান পুরসভার এক ও দুই নম্বর ওয়ারড গঙ্গাভাঙনের কবলে পড়ে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। পুরসভা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ধুলিয়ান পুরসভার ১২টি ওয়ারড ভেঙে নির্বাচনের আগেই ১৪টি ওয়ারড গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুনর্গঠনের সুপারিশ অনুমোদন লাভ করেনি। নির্বাচনের আর মাত্র দেড় মাস বাকী আছে, এর মধ্যে ওয়ারড পুনর্গঠন ও সংশোধিত ভোটার প্রস্তুতের আশা বর্তমান পুর কমিশনাররা করেন না।

পুর কমিশনারের পদত্যাগ

ধুলিয়ান, ৯ জুলাই—ধুলিয়ান পুরসভার ৬নং ওয়ারডের কমিশনার নরঙ্গলাল আগরওয়ালা গত ২০ জুন পদত্যাগ করেছেন। সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ১০নং ওয়ারডে একটি সাবান ফ্যাক্টরীর বহুদিন যাবৎ এসেসমেনট না হওয়া, একজনের কাছ থেকে ফুড পাওয়ার কেড়ে নেওয়া এবং সাদা কাগজে কমিশনারদের সই করিয়ে নেওয়া—পুরপতির বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগের ভিত্তিই তাঁর পদত্যাগের কারণ।

জঙ্গিপুর শহরের বিপদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বহরমপুরের বিভাগীয় এস ডি ও একটি প্রকল্প তৈরী করছেন। যেহেতু এলাকাটি পুরসভার সেহেতু দায়-দায়িত্ব পুরসভার। পুরসভা এই প্রকল্প অধিগ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁদের (পুরসভার) তহবিল থেকে খরচ করতে পারেন। পুরসভা এই চিঠির জবাবে জেলা এবং মহকুমা শাসককে জানিয়েছেন, প্রকল্প রূপায়ণের মত তাঁদের কোন তহবিল নাই। আজ পুরপতি ডাঃ গৌরপতি চট্টোপাধ্যায় আমাকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শহরের জনাকয়েক বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে তিনি অনতিবিলম্বে বহরমপুর যাবেন ভাঙন রোধের ডেপুটেশন দিতে।

জলকর বিদ্রোহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে। জেলেরা গত মাসে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং ৫০ শতাংশ মাছ মহলদারকে দেওয়া বন্ধ করে দেন এ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং উত্তেজক নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে গত ৭ জুলাই সামসেরগঞ্জ বিডিও অফিসে বিডিও, থানার ও সি এবং জেলেদের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত বৈঠক বসে। বৈঠকে জেলেদের ৬৫% এবং মহলদারের ৩৫% এ রফা হয়।

বর্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ত্রাণের জন্য আজ পর্যন্ত ৩১০ কুঃ গম খয়রাতি সাহায্য খাতে বিলির জন্য অনুমোদন করা হয়েছে, দুর্গতদের মধ্যে ৪১০টি ধুতি, ৪১০টি শাড়ী এবং ৪২৫টি ছোটদের পোশাক বিলি করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে ৬৯ কুঃ আমন বীজ বিডিও, এম এল এ, এই ও-দের নিয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সরবরাহের জন্য মহকুমা কৃষিকরণ থেকে তালিকা তৈরী করা হচ্ছে।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গোহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

নির্বাচনের পর অপরাধ বেড়েছেঃ এস পি

বিশেষ প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৯ জুলাই—মারচ মাসে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা বলেছেন জেলা পুলিশ সুপার সরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এ বছর জুন মাস পর্যন্ত জেলায় ডাকাতি হয়েছে ২৭টি এবং খুনের ঘটনা ঘটেছে ২৭টি। ডাকাতিতে প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান লাভ করেছে লালবাগ মহকুমা, খুনে জঙ্গিপুর মহকুমা। ডাকাতির সময় সুতী থানায় ৩টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, এখন পর্যন্ত ১০টি ডাকাতদলকে ধরা হয়েছে, সাগরদীঘি থানার বয়ার এবং মালিয়াডাঙ্গা ডাকাতিসহ জেলায় ১৫টি ডাকাতির কিনারা হয়েছে। তিনি জানান, এই সময়ের মধ্যে ডোমকল এবং নবগ্রাম থানা এলাকা থেকে দুটি বন্দুক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জেলার বিভিন্ন গ্রামে এখন ৯০টি আর জি পারটি কাজ করছে। আগামী এক বছরের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে তাঁরা আর জি পারটি গঠন করতে চান। প্রসঙ্গতঃ তিনি জানান, গত তিন বছরে জেলায় খুনের সংখ্যা ছিল ১৯৭৪এ ৬৬টি, ১৯৭৫এ ৪২টি এবং ১৯৭৬এ ৪৪টি; ডাকাতি হয়েছে ১৯৭৩এ ৬০টি, ১৯৭৪এ ৫০টি, ১৯৭৫এ ৩৩টি এবং ১৯৭৬এ ৪২টি। তিনি আরো জানান, জেলায় প্রায় ১০ হাজার মামলা এখনও পেনডিং রয়েছে।

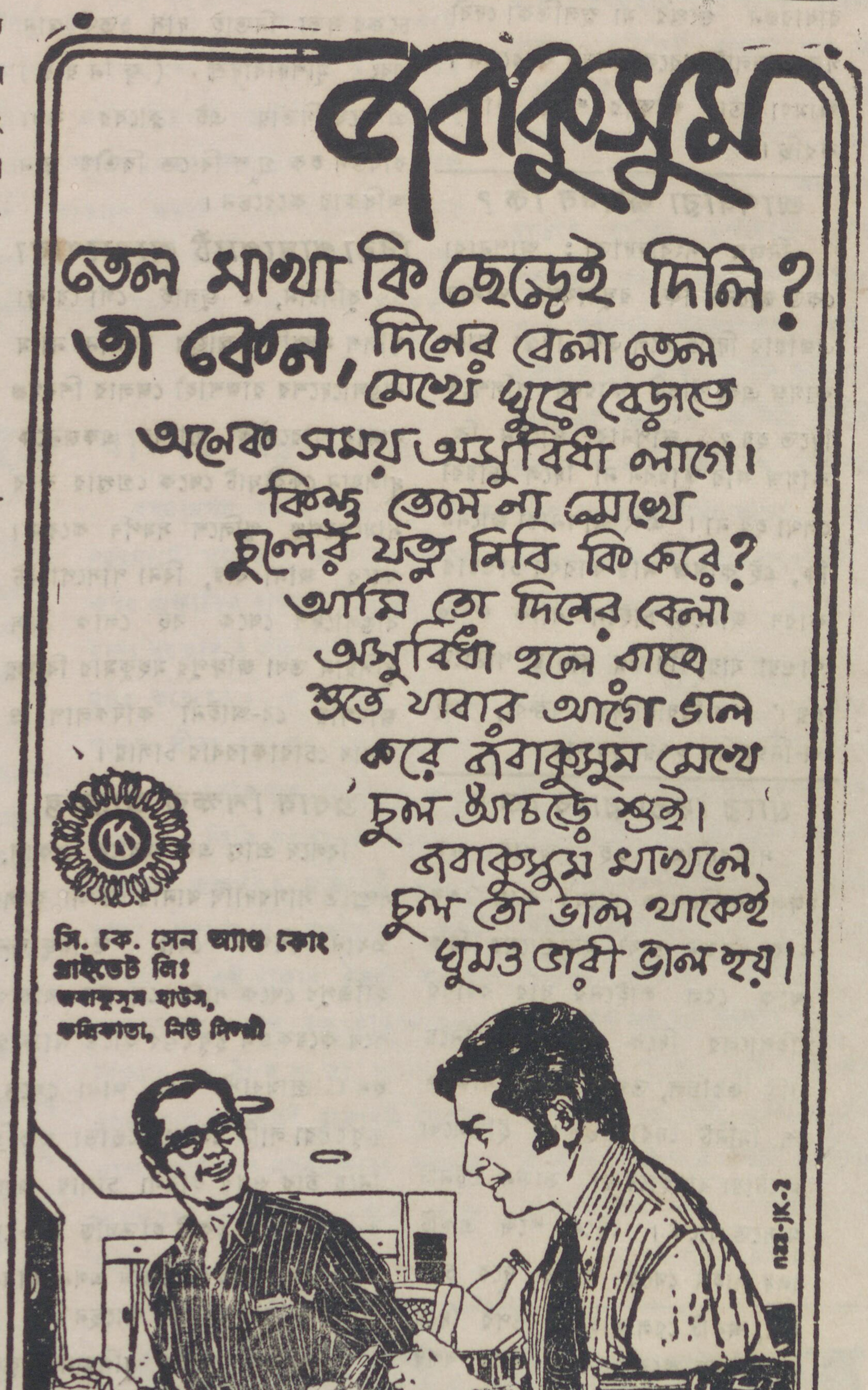

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।